কালের কণ্ঠ

শুক্রবার। ২৬ অক্টোবর ২০১৮। ১১ কার্তিক ১৪২৫

কিউএস বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং

বিশ্ব ও এশিয়ায় পিছিয়েছে, দেশসেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোয়াকোয়ারেলি সাইমন্ডস বা কিউএসের করা ২০১৯ র‍্যাংকিংয়ে দেশসেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। তবে এশিয়া ও বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে আগের বছরের তুলনায় পিছিয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। এশিয়া অঞ্চলের হিসেবে পিছিয়েছে তিন ধাপ। দেশের দ্বিতীয় সেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। আগের বছরের চেয়ে এশীয় র‍্যাংকিংয়ে এবার ৪০ ধাপ পিছিয়েছে বুয়েট।

২০০৪ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে র‍্যাংকিং প্রকাশ করে কিউএস। বিশ্ব র‍্যাংকিং প্রকাশের পর অঞ্চলভিত্তিক তালিকাও প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি। এবার এশিয়া অঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে ছয়টি প্রতিষ্ঠান র‍্যাংকিংয়ে স্থান পেয়েছে। যার দুটি সরকারি আর বাকিগুলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

সদ্য প্রকাশিত এই তালিকা থেকে জানা গেছে, এ বছর বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর বা প্রথম হয়েছে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। এশিয়ায় ১ নম্বরে আছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর (এনইউএস)। আর বাংলাদেশ থেকে এশিয়ায় ১২৭ নম্বরে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বুয়েট এশিয়ার র‍্যাংকিংয়ে আছে ১৭৫ নম্বরে। আগের বছর বা ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ১২৪ নম্বরে আর বুয়েট ছিল ১৩৫ নম্বরে।

এশিয়া অঞ্চলের তালিকায় বাংলাদেশে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ স্থানে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (এনএসইউ), পঞ্চম স্থানে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) এবং ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়।

উল্লেখ্য, একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক খ্যাতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিদেশি শিক্ষার্থী, পিএইচডি শিক্ষার্থী, শিক্ষকদের গবেষণাপত্র ও আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্ক ইত্যাদি বিচারে র‍্যাংকিং করে কিউএস। এবারের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিশ্বের সব দেশের র‍্যাংকিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৮০১-১০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায়। ২০১৮ সালের র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৭০১-৭৫০ তালিকায়। এতে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ৩৩ হাজার ৩৬০ জন। যার ২০ শতাংশ স্নাতকোত্তর আর ৮০ শতাংশ স্নাতক শ্রেণিতে। এক হাজার ৯৯৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ২০ জন বিদেশি আর সবাই দেশের। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে গড়ে দুই হাজার ডলার খরচ হয়। সরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়টির গবেষণা মিডিয়াম বা মধ্যম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে বিশ্বের র‍্যাংকিং বুয়েট ৮০১-১০০০ তালিকায়। বাংলাদেশে দ্বিতীয় আর এশিয়ার মধ্যে ১৭৫তম। শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাত হাজার ৮১৫। এর মধ্যে বিদেশি শিক্ষার্থী ২০। এই শিক্ষার্থীদের ৩২ শতাংশ স্নাতকোত্তর আর ৬৮ শতাংশই স্নাতকে পড়াশোনা করছে। এখানে পড়াশোনা করতে গড়ে ২০০০ হাজার ডলার খরচ হয়। সরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়টির গবেষণার মান ভালো উল্লেখ করা হয়েছে।

পিছিয়েছে দ্বিতীয় সেরা বুয়েটও

■

এশিয়া অঞ্চলে বাংলাদেশের ছয়টি প্রতিষ্ঠানের ঠাঁই